بسم الله الرحمن الرحيم

কানাডার ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, মিসিসাগায় প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর ৭ অক্টোবর, ২০১৬ মোতাবেক ৭ ঈখা, ১৩৯৫ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কানাডার বার্ষিক জলসা শুরু হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে প্রতি বছরই সারা পৃথিবীর জামা'তসমূহ নিজ নিজ দেশের জলসার আয়োজন করে থাকে। কিন্তু কেন করে? এর কারণ হল, **আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমতি পেয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং এই জলসার প্রবর্তন করেছিলেন।** **(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬১১)**

আর তিনি (আ.) বলেছেন, বছরে তিন দিন তোমরা কাদিয়ানে সমবেত হও। সমবেত হওয়ার উদ্দেশ্য এটি নয় যে, আমরা কোন মেলার আয়োজন করব, আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুকের ব্যবস্থা করব অথবা পার্থিব কোন উদ্দেশ্য সাধন করব। এমন নয়, বরং ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি ও এর ব্যাপক বিস্তৃতি এবং মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের উদ্দেশ্যে সমবেত হও। **(আসমানী ফায়সালা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫১-৩৫২)**

মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান বলতে কী বুঝায়? কোন বিষয় জানা এবং এর অন্তর্নিহিত গভীরতার ব্যুৎপত্তি লাভ করাকে তত্ত্বজ্ঞান বলে। তিনি (আ.) কোন্ 'মারেফাত'-এ সমৃদ্ধ করাতে চেয়েছিলেন? তিনি চেয়েছিলেন, শুধু বাহ্যিকভাবেই যেন এ কথার বহিঃপ্রকাশ না ঘটে যে, আমরা মুসলমান বা '**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্**' কলেমার পাঠক, বরং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর আমরা যেন ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করি। তিনি বলেন, তোমরা যদি '**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্**' পাঠ করে থাক, তাহলে জানার চেষ্টা কর, আল্লাহ্ তা'লা কে আর তিনি আমাদের কাছে কী চান? আল্লাহ্ তা'লার অধিকার কী কী আর আমাদেরকে তা কীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে? খোদার নির্দেশাবলীকে কীভাবে বুঝতে হবে আর কীভাবে সেগুলোর উপর আমল করতে হবে? হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আমরা আল্লাহ্ তা'লার রসূল হিসেবে মেনেছি, তাঁকে খাতামুল আম্বিয়া মেনেছি, তাই তাঁর আদেশ-নিষেধ, তাঁর শিক্ষা ও ব্যবহারিক জীবনের রীতি-নীতি সম্পর্কে অবগত হতে হবে এবং এর উপর আমল করার উপায়ও অন্বেষণ করতে হবে। **(মলফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৩, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

এখন প্রশ্ন হল, মহানবী (আ.)-এর জীবনচরিত কেমন ছিল? এ সম্পর্কিত তত্ত্বজ্ঞান কীকরে লাভ হবে? এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) প্রদত্ত সেই উত্তরের মাঝেই সবকিছু নিহিত আছে, যা এক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি (রা.) বলেছিলেন। সে মহানবী (সা.)-এর জীবন এবং সীরাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বলেন, **তুমি কি কুরআন পাঠ কর নি?** অতএব, পবিত্র কুরআন যা কিছু বলে, তা-ই মহানবী (সা.)-এর জীবনাচার এবং তাঁর প্রতিটি আমলের বিশদ বিবরণ। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪-১৪৫, মুসনাদ আয়েশা, হাদীস নম্বর ২৫১০৮, মুদ্রণ- আলামুল কুতুব, বৈরুত ১৯৯৮ইং)**

অতএব, মহানবী (সা.) সম্পর্কে এটিই হল সেই মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞানের কথা, যা অর্জনের জন্য এক মু'মিনকে সাধনায় রত থাকা উচিত। এ জন্য নিয়মিত পবিত্র কুরআন পাঠ করা এবং তা অনুধাবন করাও আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, জলসার উদ্দেশ্য হল, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা। মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর তা যেন কেবল জ্ঞান আহরণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং একে আধ্যাত্মিকতা এবং আমলের

ক্ষেত্রে উন্নতির মাধ্যম বানাতে হবে। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যদি উন্নতি না হয়, তাহলে জলসায় অংশগ্রহণ অর্থহীন সাব্যস্ত হয়। তিনি (আ.) আরো বলেন, জলসার যে উপকারিতা লাভের জন্য জলসায় আগত প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত, তা হল পারস্পরিক পরিচিতি বৃদ্ধি পাওয়া, কিন্তু এই পরিচয় যেন বস্তুবাদী মানুষের মতো কেবল সাময়িক পরিচয় না হয়, বরং প্রত্যেক আহমদীর উচিত, অন্য সব আহমদীর সাথে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করা। আর এই বন্ধন এতটা দৃঢ় ও অটুট হবে যে, কোন কিছুই এ সম্পর্কের মাঝে চির ধরাতে পারবে না এবং একে ছিন্ন করতে পারবে না। **(আসমানী ফয়সালা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৫২)**

তিনি (আ.) আরো বলেন, তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি কর। **(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৯৪)**

এটি জলসার উদ্দেশ্যাবলীর মাঝে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য। এটি ছাড়া একজন মু'মিন প্রকৃত মু'মিন হতে পারে না। আর তাকওয়া হল, জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার যে মান অর্জন করেছ, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের সাথে ভালোবাসার যে বন্ধন গড়েছ আর পারস্পরিক সম্পর্কের মাঝে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছ, একে এখন স্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা কর। আর এতে ক্রমোন্নতির ধারা বজায় রেখে নিজেদের জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত কর।

অতএব, এ বিষয়গুলো অর্জনের জন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার প্রবর্তন করেন এবং বলেন, এ সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ যেন প্রতি বছরই কাদিয়ানে আগমন করে। সে সব জলসা কতইনা কল্যাণময় হতো, যেগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং যোগ দিতেন এবং জামা'তকে সরাসরি নসীহত করতেন আর জামা'তের সদস্যদের তরবীয়ত করতেন ও তাদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণ করতেন। তিনি (আ.)-এর তিরোধানের পর সে বিষয়গুলো তো আর তদ্রূপ হতে পারে না। কেননা, এ কারণেই নবীর বিশেষ মর্যাদা হয়ে থাকে। আর যিনি মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে আগমন করেছেন এবং যাকে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে ধর্মকে সঞ্জীবিত করার জন্য প্রেরণ করেছেন, নিঃসন্দেহে তিনি এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এটিও আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ যে, তিনি (আ.) খোদা প্রদত্ত সংবাদের ভিত্তিতে বলেছেন, তাঁর তিরোধানের পর 'কুদরতে সানীয়া'র নিযাম অর্থাৎ, খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব, সেই খিলাফত ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে এবং এই আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমে তার (আ.) মিশন সফলভাবে বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। জলসার ব্যবস্থাও এই ধারাবাহিকতারই একটি অংশ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর যখন খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন খিলাফতের অধীনে প্রায় ৪০ বছর পর্যন্ত কাদিয়ানে জলসা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এরপর পাকিস্তানে খিলাফতের হিজরতের কারণে রাবওয়াতে জলসা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। আর একই সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জামা'তের বিস্তৃতি এবং প্রসার ঘটতে থাকে। যদিও কাদিয়ান থেকে হিজরতের পূর্বেই বহির্বিশ্বে জামা'তের মিশন প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছিল, বিশেষ করে আফ্রিকায় খুব মজবুত জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হওয়া শুরু হয়েছিল। তথাপি পাকিস্তানের বাহিরের জামা'তগুলো আগত প্রত্যেক দিন, মাস ও বছরে সমধিক দৃঢ়তা ও বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। এমনকি জামা'তের এই উন্নতি দেখে শত্রুরা সরকারকে দিয়ে আহমদীদের বিরুদ্ধে চরম নিষ্পেষণ মূলক আইন প্রণয়ন করায়, যার কারণে বাধ্য হয়ে যুগ খলীফাকে সেখান থেকে হিজরত করতে হয় আর একই সাথে আহমদীদের একটি বড় সংখ্যাও সেখান থেকে হিজরত করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর লন্ডনে হিজরতের পর লন্ডনের জলসাগুলো যেখানে নতুন মোড় নিয়েছে এবং ব্যাপকতা লাভ করেছে, সেখানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও জলসার এক নবরূপ ধারণ করেছে আর প্রতিদিনই এ ক্ষেত্রে উন্নতির ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বের সর্বত্রই আজ জলসার এক নতুন চিত্র দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এখন এটি সম্ভব নয় যে, আহমদীদের একটি বড় সংখ্যা জলসার জন্য কাদিয়ান যাবে আর এটিও সম্ভব নয় যে, যুগ খলীফা যেখানে রয়েছেন, আহমদীদের এক বড় সংখ্যা সেখানকার জলসায় অংশ নেবে।

পৃথিবীতে জামা'ত যেভাবে বিস্তৃতি লাভ করছে এবং উন্নতি করছে, তার সাথে সঙ্গতি রেখে যেখানে জামা'ত রয়েছে এমন প্রতিটি দেশে সেভাবেই জলসার আয়োজন করা আবশ্যক ছিল, যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে অনুষ্ঠিত হতো। নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন আনয়নের জন্য বছরে কমপক্ষে একবার তরবীয়তের উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) আমাদেরকে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অতএব, আপনারাও আজ এখানে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই সমবেত হয়েছেন, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন। প্রতি বছর আপনারা এই উদ্দেশ্যেই একত্রিত হন। আর এ বছর আপনাদের একত্রিত হওয়ার বিশেষ কারণ হল, এখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি হয়েছে। অনেকের হয়তো এ বিষয়ে ভিন্ন মত থাকতে পারে, কিন্তু যেহেতু কোন না কোন মান নির্ধারণ করতে হয়, তাই যখন থেকে জামা'তের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, সেটিকে মান হিসেবে নির্ধারণ করে ৫০ বছর গণনা করা হয়। নতুবা বলা হয়ে থাকে যে, সম্ভবত ১৯১৯ সালেই একজন আহমদী প্রথম এখানে এসেছিলেন। যাহোক, এই দেশে জামা'ত এ বছর তাদের ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করছে আর এ কারণেই আমীর সাহেব বিশেষভাবে আমাকে এখানে আসার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন এবং বলেছেন, ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কানাডা জামা'ত এ বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, এই জলসাও বেশ বড় জলসা হবে, তাই আপনি আসুন। আমি যেমনটি বলেছি, যুগ খলীফার উপস্থিতিতে জনসমাগমও বেশি হয় আর এ বছর এ কারণে অর্থাৎ, আমার আগমনের কারণে বহির্বিশ্ব থেকেও অনেকেই এসে থাকবেন আর হয়তো এসেছেনও।

যাহোক, এই বছরটিকে আপনারা অর্থাৎ, এখানে বসবাসকারী আহমদীরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু, প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত, এর গুরুত্ব বাস্তবে পরিলক্ষিত হবে তখন, যখন কানাডায় বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী এই চেষ্টা করবে যে, আহমদী হওয়ার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আমরা যে বয়আতের অঙ্গীকার করেছি, সেটিকে আমাদের পূর্ণ করতে হবে, তিনি (আ.) আমাদের কাছে যে প্রত্যাশা করেছেন, তা পূরণ করতে হবে। নতুবা ৫০ বছর হোক বা এর চেয়ে বেশি হোক, তাতে কি-ইবা আসে যায়।

আমি যেমনটি বলেছি, পাকিস্তানের অবস্থার প্রেক্ষাপটে অনেক আহমদী পাকিস্তান থেকে অন্যান্য দেশে হিজরত করেছেন। আর আপনাদেরও সংখ্যা গরীষ্ঠ এই হিজরতের কারণেই এখানে এসেছেন। ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য আপনারা হিজরত করেছেন এবং এই দেশের সরকার আপনাদেরকে এখানকার নাগরিকত্ব এজন্য দিয়েছে, যাতে আপনারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষার উপর আমল করতে পারেন। অতএব, **'আমি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিব'**, **(মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**-এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার পাশাপাশি এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর অনেক বড় একটি দায়িত্ব হল, যে উদ্দেশ্যে হিজরত করেছেন, তা অর্জনের চেষ্টা করা। আপনারা নিজেদের ভবিষ্যৎপ্রজন্মকে অবহিত করুন, এরূপ পরিস্থিতিতে আমরা পাকিস্তান থেকে বের হয়ে এসেছি। আর এখানে এসে আপনাদের অবস্থার উন্নতি এটি দাবি করে যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে আমরা যেন তাঁর নির্দেশাবলীর উপর আমল করি, বয়আতের সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আমরা যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা যেন পূর্ণ করি। যার মাঝে একটি হল, **আমি পবিত্র কুরআনের অনুশাসনকে ষোলআনা শিরোধার্য করব**। **(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৬৪)**

বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে সব কথা এবং আদেশ-নিষেধ আমাদের সামনে সুন্দর ও স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন, সেগুলোর প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর কথা এবং বাণী তিনি (আ.)-এর চেয়ে উত্তমরূপে আর কেউ বুঝতে পারে নি। তিনি (আ.) যেভাবে পথ-নির্দেশনা দান করেছেন, তা অবলম্বন করে ধর্মীয় শিক্ষা এবং আল্লাহ্ তা'লার বাণী সম্পর্কে গভীরভাবে অনুধাবনের

মাধ্যমে আমরা আমাদের মন-মস্তিষ্ককে আলোকিত আর ঈমানকে দৃঢ় করতে পারি। এ প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে অগণিত নসীহত করেছেন, যা জ্ঞান আহরণ ও কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা লাভের জন্য আবশ্যক। আমাদের বয়আত গ্রহণের পর তিনি (আ.) আমাদের মাঝে এক উন্নত মান দেখতে চেয়েছেন। জলসার উদ্দেশ্য হল, সেই মান অর্জনের চেষ্টা করা। অতএব, প্রত্যেক আহমদীর সর্বদা এ কথাটি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এখন হয়তোবা অনেকেই এমন আছেন, যারা জলসায় এসেছেন ঠিকই কিন্তু পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনছেন না অথবা অনেকে হয়তো সফরের কারণে ক্লান্তও হবেন এবং তন্দ্রাও পাচ্ছে, তাদের সবাইকে আমি বলছি, আমি যে সব কথা বর্ণনা করছি, এগুলো মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন আর পূর্ণ সচেতনতার সাথে বসার চেষ্টা করুন। আধা ঘন্টা বা চল্লিশ মিনিট সময় এমন কোন বিষয় নয়, যা মানুষের জন্য অসহ্য হবে। আর জলসায় আগমনের উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হবে, যখন আপনারা এ কথাগুলোও শুনবেন, যা আমি বলছি এবং সেসব কথাও মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আর তার উপর আমল করার চেষ্টা করবেন, যা অন্যান্য বক্তারা তাদের বক্তৃতায় বর্ণনা করবেন। অনেক কথা এমন হয়ে থাকে, যা বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হয়। আর শুধু জয়োধ্বনি উচ্চারিত করে সাময়িকভাবে আনন্দিত হবেন না, বরং সেগুলোকে জীবনের চিরস্থায়ী অংশ করে নিন।

যেমনটি আমি বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় কয়েকটি কথা বর্ণনা করব, যেন তাঁর বাণী সরাসরি কর্ণগোচর হয় এবং মন-মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করে আর সেই আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধিত হয়, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চেয়েছেন। এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"আমি আমার এ জামা'তকে বারংবার বলেছি, তোমরা শুধু এই বয়আতের উপরই নির্ভর করো না। এর অন্তর্নিহিত মর্ম উপলব্ধি না করা পর্যন্ত তোমাদের মুক্তি লাভ হবে না।" তিনি (আ.) বলেন, "খোসা পেয়ে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়ে যায়, সে শাঁস লাভ করা থেকে বঞ্চিত থাকে।" অর্থাৎ, তোমরা যদি কেবল এতেই সন্তুষ্ট থাক যে, আমি ফলের খোসা পেয়ে গেছি, তাহলে এটি কোন উপকারী জিনিস নয়। আসল ফল থেকে তুমি বঞ্চিত থেকে যাবে। বুদ্ধিমান সে, যে খোসা নয় বরং ফলের শাঁস লাভের চেষ্টা করে। তিনি আরো বলেন, "শিষ্য যদি আমল বা কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে পীরের বুযূর্গী তার কোন উপকারেই আসে না।" অর্থাৎ, বয়আত গ্রহণের পর যদি নিজের আমল বা ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন না কর আর শুধু এতেই আনন্দিত থাক যে, যাকে আমি মেনেছি, তিনি আল্লাহ্ প্রেরিত মহাপুরুষ, তাহলে কোন লাভ হবে না। আল্লাহ্ প্রেরিত ব্যক্তির বুযূর্গী স্বীয় অবস্থানে অবশ্যই সঠিক ও সত্য, কিন্তু অনুসারী সেই পুণ্য বা বুযূর্গী থেকে তখনই লাভবান হবে, যখন তার নিজের আমল বা কর্মও সেই বুযূর্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাঁর কথা অনুযায়ী হবে। তিনি (আ.) আরো বলেন, "কোন চিকিৎসক কাউকে ব্যবস্থাপত্র দিলে সে যদি সেই ব্যবস্থাপত্র তাকে তুলে রাখে, তাহলে তার আদৌ কোন লাভ হবে না। কেননা, ব্যবস্থাপত্রে লেখা নির্দেশনা পালনের মাধ্যমেই উপকার পাওয়া যায়।" যে ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়েছে, সে অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত কর বা সেই ঔষধ ক্রয় কর এবং তা সেবন কর, তবেই উপকার পাবে। তিনি (আ.) বলেন, "যা থেকে সে নিজেই বঞ্চিত।" অর্থাৎ, ব্যবস্থাপত্র নিয়েছে ঠিকই কিন্তু কাজে না লাগিয়ে, তা ব্যবহার না করে নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করেছে। তিনি (আ.) বলেন, "কিশতিয়ে নূহ্ পুস্তকটি তোমরা বারবার পাঠ কর এবং এর শিক্ষা অনুসারে নিজেকে গড়ে তোল।" এরপর বলেন," قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (সূরা আশ্ শামস:১০)। অর্থাৎ, নিশ্চয় সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে তাকওয়ায় উন্নতি করেছে। তিনি বলেন, "এমনিতে তো শত-সহস্র চোর, ব্যভিচারী, পাপী, মদ্যপ এবং দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর উম্মত হওয়ার দাবি করে কিন্তু প্রশ্ন হল, তারা কি আসলেই এমন? কখনোই নয়। সে-ই প্রকৃত উম্মত, যে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার উপর পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। **(মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৩২-২৩৩, সংস্করণ, ১৯৮৫ ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

পুনরায় এক উপলক্ষে বয়আতের মান সম্পর্কে আরো বিস্তারিত উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি বয়আত এবং ঈমানের দাবি করে, তার যাচাই করে দেখা উচিত, আমি কি শুধুই খোসা, নাকি আমার মাঝে শাঁসও রয়েছে? শাঁস সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ঈমান, ভালোবাসা, আনুগত্য, বয়আত, বিশ্বাস, শিষ্যত্ব এবং মুসলমান হওয়ার দাবি সত্য ও সঠিক দাবি নয়। স্মরণ রেখো! এটি সত্যি কথা, আল্লাহ্ তা'লার কাছে শাঁস ব্যতীত খোসার কোন মূল্যই নেই। ভালোভাবে স্মরণ রেখ! মৃত্যু যে কখন আসবে, তা কেউ জানে না। কিন্তু এটি নিশ্চিত, মৃত্যু অবশ্যই আসবে। অতএব, নিছক দাবির উপরই নির্ভর করো না আর আনন্দিত হয়ো না। এটি আদৌ কোন কল্যাণকর বিষয় নয়। মানুষ যতক্ষণ নিজের উপর বহু-মাত্রিক মৃত্যু আনয়ন না করবে এবং বহু মাত্রায় পরিবর্তন ও বিপ্লব সাধন না করবে, ততক্ষণ সে মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে না। **(মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৭, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

এই মৃত্যু কী? এটি হল ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়া। পৃথিবীর চাকচিক্য আমাদের সামনে রয়েছে, প্রতিটি পদক্ষেপে, বিশেষতঃ এসব দেশে, আল্লাহ্ তা'লার পথ থেকে বিচ্যুত করার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন জাগতিক ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে, সেগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

পুনরায় তিনি বলেন, "পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা দেখ! আমাদের প্রিয় নবী (সা.) নিজের আমল দ্বারা এটি দেখিয়েছেন যে, আমার জীবন ও মৃত্যু সবই আল্লাহ্ তা'লার জন্য। পৃথিবীতে আজ মুসলমান রয়েছে, কিন্তু তাদের কাউকে যদি বলা হয়, তুমি কি মুসলমান? তাহলে সে বলে, আলহামদুলিল্লাহ্। যার কলেমা তারা পাঠ করে, তাঁর জীবনের মূলনীতি ছিল, সব কিছুই হল খোদার সন্তুষ্টির জন্য অথচ এদের জীবন ও মৃত্যু সবই ইহজগতের জন্য হয়ে থাকে, যতক্ষণ না মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয় (অর্থাৎ, যখন জীবনের শেষ সময় উপস্থিত হয়ে প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার উপক্রম হয়)। তিনি বলেন, "খ্যাতি ও পসার পেয়েই আত্মপ্রসাদ নেয়া বিচক্ষণ ব্যক্তির কাজ নয়। কোন ইহুদীকে এক মুসলমান বলে, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। সে উত্তরে বলে, শুধু নাম নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট হয়ো না (যে, তুমি মুসলমান। সেই ইহুদী তাকে বলে,) "আমি আমার ছেলের নাম খালেদ রেখেছিলাম, কিন্তু সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই তাকে দাফন করে এসেছি।" খালেদ নাম রাখার কারণেই সে দীর্ঘায়ু পায় নি, তার জীবন দীর্ঘ হয় নি। সে বলে, হতভাগা শিশুটি সন্ধ্যার সময়ই মারা গেছে আর আমি তাকে দাফন করে এসেছি।

তিনি (আ.) বলেন, "অতএব, সত্য ও বাস্তবতার সন্ধান কর। শুধু নাম নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যেও না। কতইনা লজ্জার কথা যে, মহানবী (সা.)-এর উম্মত হওয়ার দাবি করার পর মানুষ কাফিরের মত জীবন যাপন করে। তোমরা নিজেদের জীবনে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উত্তম আদর্শ লালনের চেষ্টা কর এবং সেই অবস্থা সৃষ্টি কর। **(মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮৭, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)**

একবার কতিপয় ব্যক্তি তাঁর (আ.) সমীপে উপস্থিত হয় এবং বয়আতও করে। বয়আতের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদের কিছু নসীহত করেন। তিনি বলেন, "বয়আত করেই কারো এটি মনে করা উচিত নয় যে, এটি সত্য জামা'ত আর এতটুকু মানলেই সে কল্যাণমণ্ডিত হবে।" তিনি বলেন, "পুণ্যবান ও মুত্তাকী হও ... এ সময়গুলো দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত কর।" এরপর তিনি আরো নসীহত করেন এবং বলেন, "পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা ঈমানের সাথে আমলে সালেহ বা সৎকর্মের কথাও বলেছেন। আমলে সালেহ্ এমন কর্মকে বলা হয়, যাতে বিন্দু পরিমাণও ত্রুটি থাকে না। স্মরণ রেখ! মানুষের কর্মের পেছনে সর্বদা চোর লেগে থাকে। সেটি কী? সেটি হল, রিয়াকারী বা লোকদেখানো কর্ম করা (অর্থাৎ, লোকদেখানোর জন্য কোন কাজ করা), উজুব বা আত্মশ্লাঘা (অর্থাৎ, নিজের কাজে নিজেই আনন্দিত হওয়া)" যে, আমি অনেক পুণ্যের কাজ করে ফেলেছি। "আর নানা ধরণের মন্দকর্ম ও পাপ, যা তার দ্বারা সাধিত হয়, সেগুলোর মাধ্যমে আমল নষ্ট হয়ে যায়। আমলে সালেহ্ হল, এমন সৎকর্ম, যাতে অত্যাচার,

আত্মশ্লাঘা, লোকদেখানো কর্ম, অহংকার এবং মানুষের অধিকার হরণের চিন্তাও থাকে না।" তিনি (আ.) বলেন, "সৎকর্মের কল্যাণে মানুষ যেভাবে পরকালে রক্ষা পায়, সেভাবে ইহজগতেও রক্ষা পায়। পুরো ঘরে যদি আমলে সালেহ্ বা সৎকর্মশীল একজন মানুষও থাকে, তাহলে পুরো ঘরই রক্ষা পায়। নিশ্চিত জেনো! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মাঝে সৎকর্ম না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল মান্য করা কোন কাজে আসবে না। একজন চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলে এর অর্থ, তাতে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা যেন সংগ্রহ করে সেবন করা হয়। সে যদি এসব ঔষধ সেবন না করে আর ব্যবস্থাপত্র নিয়ে সযত্নে রেখে দেয়, তাহলে তার কী লাভ হবে!" তিনি (আ.) বলেন, "এখনই তোমরা তওবা করেছ। তাই ভবিষ্যতে খোদা তা'লা এটি দেখতে চান, এই তওবার মাধ্যমে তোমরা নিজেদেরকে কতটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেছ। এটি সেই যুগ, যখন খোদা তা'লা তাকওয়ার মাধ্যমে পার্থক্য নিরূপণ করতে চান। এমন অনেক মানুষই আছে, যারা খোদা তা'লার প্রতি অভিযোগ করে আর নিজেদের নফস বা অবাধ্য প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি দেয় না। মানুষের অভ্যন্তরীণ অমানিশাই ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে, অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লা তো পরম দয়ালু ও কৃপালু।" মানুষ যদি কোন ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তবে তা তার নিজের কারণেই হয়ে থাকে। কেননা, সে তার নিজের উপরই অত্যাচার করে। আল্লাহ্ তা'লা কারো প্রতি অন্যায় করেন না, তিনি তো পরম দয়ালু ও কৃপালু। তিনি (আ.) বলেন, "অনেক মানুষ এমনও আছে, যারা নিজেদের পাপ সম্পর্কে অবহিত থাকে। কিন্তু অনেকে এমনও আছে, যারা তাদের পাপ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখে না।" তারা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে যায়। "এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা সব সময়ের জন্য ইস্তেগফারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।" অতএব, অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত আর বিশেষ করে এ দিনগুলোতে যখন আপনারা দোয়ায় রত থাকবেন। জলসার পরিবেশই হল, দোয়ার পরিবেশ। কাজেই, দরূদ পড়ার পাশাপাশি অনেক বেশি ইস্তেগফারও করুন। তিনি (আ.) বলেন, "প্রকাশ্য হোক বা গুপ্ত, কেউ জানুক বা না জানুক, হাত, পা, জিহ্বা, নাক এবং চোখের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল প্রকার পাপ থেকে মানুষ যেন ইস্তেগফার করতে থাকে। আজকাল আদম (আ.) এর দোয়া অনেক বেশি পাঠ করা উচিত। **رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (সূরা আল্ আ'রাফ:২৪)**" অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা আমাদের আত্মার উপর অত্যাচার করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়া না কর, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। হুযূর (আ.) বলেন, "এ দোয়াটি প্রথমেই গৃহীত হয়েছে।" যখন থেকে আল্লাহ্ তা'লা এ দোয়াটি শিখিয়েছেন, তখনই এটি গৃহীত হয়ে গেছে। "উদাসীনতার মাঝে জীবনযাপন করো না।" গ্রহণ করার জন্যই দোয়াটি শিখানো হয়েছে। কাজেই, সচেতনতার সাথে এ দোয়াটি করা উচিত। হুযূর (আ.) বলেন, "উদাসীনতার মাঝে জীবন অতিবাহিত কর না, যে ব্যক্তি উদাসীনতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করে না, সে কখনোই অসহনীয় কোন বিপদের সম্মুখীন হতে পারে না।" যদি উদাসীনতার মাঝে জীবন না কাটে, তবে কোন বিপদে পড়বে না। "ইশারা-ইঙ্গিত না দিয়ে কোন বিপদ আসে না।" হুযূর (আ.) বলেন, "যেমনটি আমার প্রতি এ দোয়া ইলহাম হয়েছে যে, **رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ** " (অর্থাৎ, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! প্রতিটি জিনিসই তোমার সেবক, অতএব, হে আমার প্রভূ-প্রতিপালক! তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।) এ দোয়াটি অনেক বেশি পড়া উচিত। **(মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৪-২৭৬, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত)**

একবার এক বৈঠকে হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.) নিবেদন করেন, হুযূর! পারস্পরিক ঐক্য ও একতা সম্পর্কেও কিছু বলুন। এ কথা শুনে হুযূর (আ.) উপদেশ দেন। যার কিয়দাংশ এখন আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। হুযূর (আ.) বলেন, "আমি শুধু দু'টি বিষয় নিয়েই এসেছি। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'লার তওহীদ বা একত্ববাদ অবলম্বন কর এবং দ্বিতীয়তঃ পরস্পর ভালোবাসা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন কর। সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন কর, যা

অন্যদের জন্য নিদর্শনমূলক হয়। আর এই নিদর্শনমূলক বৈশিষ্ট্যই সাহাবীদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল। كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ (সূরা আলে ইমরান:১০৪) অর্থাৎ, স্মরণ রেখ! পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হওয়া একটি নিদর্শন। স্মরণ রেখ! তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা যদি তার ভাই-এর জন্য পছন্দ না করে, সে আমার জামা'তভূক্ত নয়।" তিনি (আ.) আরো বলেন, স্মরণ রেখ! বিদ্বেষ দূরীভূত হওয়া মাহ্দীর সত্যতার লক্ষণ, সেই লক্ষণ কি পূর্ণ হবে না?" মাহ্দীর আগমনে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হবে। তাই, তিনি বলেছেন, সেই লক্ষণ কি পূর্ণ হবে না? "অবশ্যই এটি পূর্ণতা লাভ করবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর না কেন? চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি নীতি হল, কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার না করা পর্যন্ত রোগ দূর হয় না। আমার মাধ্যমে এক পুণ্যবান জামা'তের জন্ম হবে, ইনশাআল্লাহ্। পারস্পরিক শত্রুতার কারণ কী? কারণ হল, কার্পণ্য, আত্মশ্লাঘা এবং অহমিকা।" পুণ্যবানদের এই জামা'ত তো অবশ্যই হবে, ইনশাআল্লাহ্। আর বিশ্বের বুকে আজ অনেক নিষ্ঠাবান আহমদীর জন্ম হচ্ছে। তিনি (আ.) বলেন, "যারা নিজেদের আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে জীবনযাপন করতে পারে না, এমন মানুষের স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা স্বল্পদিনের অতিথি। উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন না করা পর্যন্ত আমি কারো জন্য দুর্নামের কারণ হতে চাই না। এমন ব্যক্তি যে আমার জামা'তভুক্ত হয়ে আমার ইচ্ছার অধীনে চলবে না, সে শুষ্ক শাখার ন্যায়। মালী সেটিকে না কেঁটে আর কী-ইবা করবে? শুষ্ক শাখা সতেজ শাখার সাথে যুক্ত থেকে পানি তো ঠিকই শুষে নেয়, কিন্তু সেই পানি তাকে সতেজ করতে পারে না। বরং সেই শাখা সতেজ শাখার জন্যেও ক্ষতির কারণ হয়। অতএব, ভয় কর! যে ব্যক্তি তার চিকিৎসা করবে না, সে আমার সাথে থাকতে পারবে না। **(মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮-৪৯, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

অতএব, যারা পারস্পরিক মনোমালিন্য বৃদ্ধি করে, তাদের জন্য এটি সত্যিই ভয়ের কারণ। বর্তমান যুগে যেহেতু আমরা সেই ব্যক্তিকে মেনেছি, যিনি আমাদের সংশোধনের জন্য এসেছেন, তাই এ উদ্দেশ্যে আমাদের চেষ্টাও করা উচিত আর তাঁর কথা মানা এবং সে অনুযায়ী কর্ম করাও আবশ্যক।

মানবতা কী আর মানবতার মানদন্ডই বা কী? একজন মু'মিনের কেমন হওয়া উচিত? এ বিষয়গুলো উল্লেখপূর্বক মানবতা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "ইনসান শব্দটি আসলে উনসান শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে অর্থাৎ, যার মাঝে দুটি সত্যিকার উনস থাকে" (বা ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে)। "একটি আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কযুক্ত আর অন্যটি সম্পর্ক রাখে মানবতার প্রতি সহানুভূতির সাথে। তার মাঝে যদি এ দুটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়, তবেই সে মানুষ আখ্যায়িত হয়। আর ইনসান শব্দের এটিই নির্যাস।" এটিই মানবতার সারকথা অর্থাৎ, দু'টি সম্পর্ক স্থাপন কর। একটি আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক গড়ে তোল এবং অপরটি পারস্পরিক প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর। তিনি (আ.) বলেন, "আর এ পর্যায়েই মানুষকে 'উলুল আলবাব' বা বুদ্ধিমান বলা হয়। এটি না হলে সবই অর্থহীন। সহস্র দাবি করতে পার কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর নবী ও ফিরিশ্তাদের দৃষ্টিতে (সব কিছুই) তুচ্ছ। **(মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৮, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

এরপর এ বিষয়টিকে পরিষ্কার করতে গিয়ে বলেছেন যে, জাগতিক কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আল্লাহ্ তা'লা বারণ করেন নি, বরং নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তোমরা অলস বসে না থেকে কর্ম কর। কিন্তু উদ্দেশ্য যেন বস্তুজগৎ না হয়, বরং খোদার সন্তুষ্টিই যেন উদ্দেশ্য হয়। এ বিষয়টিকে সব সময় সামনে রাখা উচিত। জাগতিক নিয়ামতরাজি অর্জনের চেষ্টা করার পাশাপাশি পারলৌকিক কল্যাণরাজি অর্জনের জন্যেও পুরোদমে প্রচেষ্টা করা প্রয়োজন।

এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা যে, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (সূরা আল্ বাকারা: ২০২) দোয়া শিখিয়েছেন। এতেও দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোন

দুনিয়াকে? তা হল, এমন **'হাসানাতুদ্ দুনিয়া'** বা জাগতিক কল্যাণ, যা পরকালের কল্যাণে পরিণত হবে। এই দোয়ার শিক্ষা থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, জাগতিক কল্যাণ অর্জনের ক্ষেত্রে মু'মিনকে পারলৌকিক কল্যাণের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। আর এরই সাথে **'হাসানাতুদ্ দুনিয়া'** শব্দের মাঝে জাগতিক কল্যাণ আহরণের সেসব উত্তম মাধ্যমের কথাও বর্ণিত হয়েছে, যা একজন মু'মিন-মুসলমানকে জাগতিক আয়-উপার্জনের ক্ষেত্রে অবলম্বন করা উচিত। অতএব, এমন সব মাধ্যম অবলম্বন করে জাগতিক বিষয়াদি অর্জন কর, যা অবলম্বনের ফলে কেবল মঙ্গল ও কল্যাণই লাভ হবে।" তাই জাগতিক আয়-উপার্জন করতে কোন নিষেধ নেই, তবে উপার্জন এজন্য কর এবং এমনভাবে কর, যেভাবে করলে তাতে শুধু কল্যাণ ও মঙ্গলই নিহিত থাকে। অন্যের অধিকার খর্ব করে নয় বা অন্যের ক্ষতি সাধান করে নয় অথবা অন্যের সম্পত্তি কুক্ষিগত করেও নয়। তিনি (আ.) বলেন, "সেই পন্থা নয়, যা মানব জাতির জন্য কষ্টের কারণ হয় আর স্বজাতির মাঝেও কোন লজ্জার কারণ হয়। এমন জগৎ নিঃসন্দেহে **'হাসানাতুল আখেরাত'** বা পারলৌকিক কল্যাণের কারণ হবে। **(মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯১-৯২, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**। তোমাদের আয়-উপার্জন যদি এমন হয়, তবে এই আয়-উপার্জনও পরকালের জন্য কল্যাণের কারণ হবে। কেননা, যারা এভাবে আয়-উপার্জন করে, তারা পরে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর সৃষ্টি ও ধর্মের জন্যেও ব্যয় করে।

তিনি (আ.) আরো বলেন, "সেই ব্যক্তিই আমাদের জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়, যে আমাদের শিক্ষাকে নিজ জীবনের কার্যবিধি হিসেবে অবলম্বন করে এবং নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে এর উপর আমল করে। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু নাম ধারণ করে আর (আমাদের) শিক্ষা অনুসারে কাজ করে না, তার স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা এ জামা'তকে একটি বিশেষ জামা'তে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কাজেই, কোন ব্যক্তি যদি সত্যিকার অর্থে জামা'তভুক্ত না হয়, তবে শুধু নাম লিখালেই সে জামা'তভুক্ত হতে পারবে না।" এ কথার অর্থ হল, জামা'তী শিক্ষার উপর যদি সঠিকভাবে আমল না করে এবং সেই সব কথা যদি মেনে না চলে, তবে তিনি (আ.) বলছেন, "শুধু নাম লিখিয়েই জামা'তভুক্ত হতে পারবে না। কেননা, তার জীবনে কখনো এমন সময় আসবে, যখন সে আলাদা হয়ে যাবে। তাই, যে শিক্ষা দেয়া হয়, সেই শিক্ষার উপর যথাসাধ্য আমল কর। আমল বা সৎকর্ম হল, ডানাস্বরূপ। আমল ছাড়া মানুষ আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা লাভের জন্য উড়তে পারে না।" পাখি যেভাবে ডানায় ভর করে ওড়ে, একইভাবে মানুষের সৎকর্মও তাকে আধ্যাত্মিকভাবে উড্ডীন করে। "আর সেসব মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সে অর্জন করতে পারে না, যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'লা এর ফলে দান করেন। পাখিদের বোধ-বুদ্ধি রয়েছে, এরা যদি এই বোধশক্তিকে কাজে না লাগাত, তবে সে কাজ করা সম্ভব হত না, যা তারা করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মৌমাছির যদি বুদ্ধি না থাকত, তাহলে সে মধু উৎপাদন করতে পারত না। অনুরূপভাবে, যেসব পোষা কবুতর রয়েছে," কবুতরকে মানুষ প্রশিক্ষণ দেয়, যা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চিঠি বহন করে নিয়ে যায়। "তাদের কতটা বুদ্ধি খাটাতে হয় এবং কত সুদূর পথ তাদের পাড়ি দিতে হয়!" প্রাচীনকালে এ রীতিই অবলম্বন করা হত। "আর চিঠি-পত্র পৌঁছে দেয়। অনুরূপভাবে, পাখিদের দ্বারা বিস্ময়কর সব কাজ করানো হয়। কাজেই, মানুষকে প্রথমে নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে ভেবে দেখা উচিত, যে কাজটি আমি করার জন্য উদ্যত হয়েছি, তা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ সম্মত কি-না এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করছি কি-না?" অতএব, প্রতিটি কাজ করার পূর্বে ভেবে দেখা উচিত, আমি যে কাজটি করতে যাচ্ছি, তা ধর্মানুমোদিত কি-না? আল্লাহ্ তা'লা কি এটি করার অনুমতি দেন? এটি বৈধ কি-না? এমন নয় যে, জাগতিক আয়-উপার্জনের জন্য মানুষ সর্বপ্রকার অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে আরম্ভ করবে। তিনি (আ.) বলেন, "সে যখন দেখেশুনে এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করবে, তখন স্বহস্তে কাজ করা আবশ্যক হয়ে যায়। আলস্য এবং ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা উচিত নয়। তবে শিক্ষা সঠিক কি-না, তা যাচাই করে দেখা আবশ্যক। কোন কোন সময় শিক্ষা সঠিকই থাকে কিন্তু মানুষ নিজের অজ্ঞতা এবং নির্বুদ্ধিতার কারণে

বা অন্য কারো দুষ্কৃতি ও ভুল কথায় প্রতারণার শিকার হয়। কাজেই, নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করা উচিত। **(মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৩৯-৪৪০, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

তাকওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, যে কাজের জন্য আমাদেরকে প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে তা হল, তাকওয়ার ময়দান ফাঁকা পড়ে আছে। তাকওয়া বা খোদাভীতি থাকা উচিত। তরবারি হাতে নিবে না, এটি নিষিদ্ধ। তাকওয়া অবলম্বন করলে সমগ্র পৃথিবী তোমাদের সাথে থাকবে। তাই, তাকওয়া সৃষ্টি কর। যারা মদ পান করে বা যাদের ধর্মীয় চিহ্নাবলীর বড় অংশই হল মদ, তাকওয়ার সাথে তাদের কোন সম্পর্কই হতে পারে না। নেকী বা পুণ্যের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধে লিপ্ত। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাদের এ জামা'তকে এতটা সৌভাগ্য ও সুযোগ দান করেন যে, তারা পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং খোদাভীতি ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে উন্নতি করবে, তবে এটিই হল বড় সফলতা, এরচেয়ে অধিক কার্যকরী আর কিছুই হতে পারে না। এখন সারা পৃথিবীর ধর্মগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখবে, সেগুলো হতে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'তাকওয়া' লোপ পেয়েছে আর জাগতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিকে খোদা বানানো হয়েছে। প্রকৃত খোদা আত্মগোপন করেছেন আর সত্যিকার খোদার অসম্মান করা হচ্ছে। কিন্তু খোদা এখন চান, তাঁকে যেন মানা হয় এবং জগদ্বাসী যেন তাঁকে চেনে। যারা এই বস্তুজগতকেই খোদা মনে করে, তারা খোদার উপর পূর্ণরূপে ভরসা করতে পারে না। **(মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৫৭-৩৫৮, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্‌র কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে।" তিনি অনেক কঠিন একটি সতর্কবাণী শুনিয়েছেন। "তিনি পবিত্র এবং নোংড়ার মাঝে একটি পার্থক্য সৃষ্টি করতে চান। তিনি তোমাদেরকে ফুরকান বা সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী দান করবেন। যখন তিনি দেখবেন, তোমাদের হৃদয়ে কোন ধরণের পার্থক্যই আর অবশিষ্ট নেই। কেউ যদি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার করে বয়আত করে, কিন্তু কর্মদ্বারা একে সে সত্য প্রমাণ না করে এবং অঙ্গীকারের বিশ্বস্ততা প্রকাশ না করে, তাহলে আল্লাহ্ তার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেন না। এভাবে যদি একজন নয়, বরং শতজনও যদি মারা যায়, তবে আমরা একথাই বলব, সে নিজের মাঝে পরিবর্তন সাধন করে নি। আর সেই সত্য এবং তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি, যা অন্ধকার দূর করে আর হৃদয়কে দৃঢ় বিশ্বাস ও তৃপ্তি প্রদান করে, তা থেকে সে দূরে পড়ে আছে আর এ জন্যই সে ধ্বংস হয়েছে। **(মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠার টীকা, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

অতএব, পৃথিবীতে বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করছে, তা এ কথা চিন্তা করতে বাধ্য করে যে, পৃথিবীর পরিণাম কী হতে যাচ্ছে? সম্প্রতি এক ব্যক্তি বলেন, পৃথিবী খুব দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে, এখন আমাদের কী হবে? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর একটি পঙ্‌ক্তির মধ্যেও এর উত্তর দিয়েছেন। এখানেও এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যে, "সর্বত্র আগুন বিরাজ করছে কিন্তু এমন সবাইকে সেই আগুন রক্ষা করা হবে, যারা মহাবিশ্বের অধিপতি খোদাকে ভালোবাসে।" **(দুররে সমীন উর্দু, পৃ. ১৫৪)**

অতএব, এটিই হল মূল কথা। খোদার সাথে আমাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হবে। আর খোদার প্রাপ্য প্রদানের পাশাপাশি তাঁর বান্দাদের অধিকারও আমাদের প্রদান করতে হবে। সেসব পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করতে হবে, যা খোদার নির্ধারিত নীতি অনুসারে পুণ্য বলে গণ্য হয় এবং পাপ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। সেসব পাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে, যা খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে পাপ আর যেগুলোর কথা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য পবিত্র কুরআনে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্তায় ঈমান আনার পর বিশ্বাস এবং কর্মের ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ়তর হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এ সব বিষয়ই আমাদের মুক্তির কারণ হবে। আর এ সব বিষয়ই খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়, অন্যথায় এই পঞ্চাশ, পঁচাত্তর বা শত বছরের যেটিই বিভিন্ন জামা'তের জীবনে আসুক না কেন, এই বিপ্লব ছাড়া এগুলোর কোনই মূল্য নেই। এগুলো উদ্‌যাপন করে বস্তুজগতের মানুষ আনন্দিত হয় কিন্তু ধর্মীয় জামা'ত নয়। আনন্দের বহিঃপ্রকাশ যদি এ উদ্দেশ্যে হয় যে, খোদার নির্দেশে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আমরা

উন্নতি করেছি এবং ভবিষ্যতে আরো বেশি চেষ্টা করব, তাহলে এমন বহিঃপ্রকাশও আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার মত এবং যুক্তিযুক্ত বিষয়। সর্বপ্রকার পুণ্যের ক্ষেত্রে আমাদের পদক্ষেপ যদি সম্মুখপানে অগ্রসরের পরিবর্তে থেমে যায় বা পশ্চাৎপদ হতে শুরু করে, তাহলে সত্যিই এটি খুব চিন্তার বিষয়। তাই, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপদেশাবলী দৃষ্টিপটে রেখে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশাবলী মেনে চলার ক্ষেত্রে আমাদের কর্মের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আর সর্বদাই এমন বিশ্লেষণ করতে থাকা উচিত। ইনশাআল্লাহ্, এখানে যখন জামা'ত প্রতিষ্ঠার পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হবে, তখন যেন আমরা বলতে পারি, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার আমরা করেছিলাম, তার উপর আমরা শুধু প্রতিষ্ঠিতই নই, বরং এ ক্ষেত্রে আমরা উন্নতিও করেছি। সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা এর তৌফিক দান করুন।

ইতিপূর্বেও আমি বলে এসেছে, জলসার সময় বিশেষ করে এই তিনটি দিন দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করুন। আর জলসার উদ্দেশ্য হল, এর অনুষ্ঠানগুলো মনদিয়ে শোনা, তাই সবাই উপস্থিত থেকে জলসার কার্যক্রম শুনুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।